প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা ও তার প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

সুমনা বেরা

সারাংশ : প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর পার্থক্য রয়েছে। মূলতঃ প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর উপস্থিতিই এই পার্থক্যের মূল কারণ বলে অনেকে মনে করেছেন। যারা মনে করেন প্রতিটি প্রত্যক্ষজনিত বিষয়বস্তুর বিষয়মুখী ধর্ম আছে তাদের মধ্যে অনেকের মতে প্রত্যয়গত ক্ষমতার জন্যই বিষয়বস্তুতে বিষয়মুখী ধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং প্রত্যয়গত ক্ষমতা না থাকলে প্রত্যক্ষগত বিষয়বস্তুর অধিকারী হওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে প্রত্যয়ের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে আপত্তি ওঠে যে ভাষাহীন প্রাণীদের প্রত্যক্ষের কোনো বিষয়বস্তু গঠিত হয় না। অপরদিকে প্রত্যক্ষের প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বেশ কিছু যুক্তি প্রদান করে কিছু দার্শনিক বলেন যে ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর অধিকারী হওয়ার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং মানুষ ও মনুষ্যেতর যে কোনো প্রাণীরই প্রত্যক্ষে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর উপস্থিতি অন্তত লক্ষ্য করা যায়। তাই তারা মনে করেন যে প্রত্যক্ষের দুই ধরনের বিষয়বস্তুর কথা আমরা ভাবতে পারি—প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু আর প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু।

বীজশব্দ: প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা (Perceptual experience), মানসিক অবস্থা (Mental State), প্রত্যক্ষজাত বিশ্বাস (Empirical belief), বিষয়মুখী ধর্ম (Intentional feature), প্রতিরূপীত বিষয়বস্তু (represented content), বাচনিক বৃত্তি (propositional attitude), প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু (Conceptual content), প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু (Nonconceptual content), প্রত্যয়গত ক্ষমতা (Conceptual capacity), প্রত্যয়রহিত মানসিক অবস্থা (Nonconceptual mental state), ভাষা ও প্রত্যয় (Language and concept)।

এই প্রবন্ধে যেহেতু প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা ও তারই একধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তাই প্রথমে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,

১। প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় এবং

২। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত বিষয়বস্তু বলতে কি বোঝায়।

প্রথমটিতে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষ হল এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগত সম্পর্কে আমরা তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করি।[১] আবার স্নায়ু বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ক্রিয়া বা রাসায়নিক কিছু পরিবর্তনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হয়ে বিশেষ সংকেত পাঠানোর মধ্য দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রে যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে তাকেই প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা বলা হয়।[২] এই ধরনের ব্যাখ্যা মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করা বলতে এক বিশেষ ধরনের অনুভূতিকেও বোঝায় যা একমাত্র প্রত্যক্ষকর্তা নিজের অভিজ্ঞতাতেই সেই ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবস্থান করে। এইভাবে প্রতিটি প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতাই এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার (mental state) সৃষ্টি করে বলে কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে করেন। আর অন্যদিকে কিছু মনোবিজ্ঞানী বলে থাকেন যে শুধুমাত্র আচরণের মধ্য দিয়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে, কোনো মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যারা মনে করেন যে প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতার ফলে বিশেষ প্রকারের মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাদের মত আলোচনাতে মনোদর্শনে কিছু

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে। তারমধ্যে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন দার্শনিকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তুলেছে। এই দিকগুলি নিয়েই এই প্রবন্ধে কিছু আলোকপাত করতে চাইছি। পরবর্তী আলোচনাতে প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতাকে সংক্ষেপে 'প্রত্যক্ষ' বলে উল্লেখ করবো, এবং শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ-ই এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু তা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

এবারে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক। Rosenthal (1990)[৩] এর মতে প্রত্যক্ষের ফলে উৎপন্ন মানসিক অবস্থার দুই প্রকারের ধর্ম দেখা যায়। একটি হচ্ছে তার বিষয়মুখী ধর্ম (intentional feature) ও অন্যটি তার সংবেদনমূলক ধর্ম (Sensory feature)। চিন্তন, বিশ্বাস ইত্যাদির বিষয়মুখী ধর্ম রয়েছে আর ব্যাথার বোধ ইত্যাদির সংবেদনগুলির বিষয়মুখী ধর্ম নেই। যে মানসিক অবস্থাগুলির বিষয়মুখী ধর্ম রয়েছে তারা জগতকে কোনো না কোনোভাবে মনের দ্বারা উপস্থাপিত করে। এই প্রতিরূপিত বিষয়বস্তুকেই (represented content) ঐ মানসিক অবস্থার বিষয়বস্তু বলে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের ফলে মন এইভাবে বিষয়বস্তুর অধিকারী হয়।

প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত বিষয়মুখী তত্ত্বে মনে করা হয় যে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে ও তার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য অর্জন করে। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রত্যক্ষে ঐ বিষয়গুলি প্রতিরূপিত হয়। যখন আমরা কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন কিছু যে প্রত্যক্ষ করলাম তা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুটি কী সে বিষয়ে আমরা সজাগ হওয়ার চেষ্টা করি। তখন ঐ প্রত্যক্ষের ফলে প্রত্যক্ষগত একপ্রকার বিশ্বাস (perceptual belief) উৎপন্ন হয় যার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সদৃশ হয়। কারণ প্রত্যক্ষকর্তা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে জগত প্রত্যক্ষ করবেন তার আনুষঙ্গিক বিশ্বাসটিও সেইমতো হওয়ার কথা। এখানে বিশ্বাসরূপ এই বিশেষ মানসিক অবস্থাটিকে আমরা বাচনিক বৃত্তি (propositional attitude)বলতে পারি।

কিন্তু অনেকসময়ে আমার প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তু যেভাবে আসে, আমি তাকে সেইরূপে বিশ্বাস করি না। আমি বুঝতে পারি যে কোথাও অন্য কোনো শর্তের উপস্থিতিতে আমার প্রত্যক্ষ এইরকম হচ্ছে। যেমন— যখন একটি স্কেলকে একটি জলের বালতিতে ডোবানো হয় তখন বালতির পাশ থেকে দেখলে স্কেলটিকে বাঁকা দেখায়। অথচ আমি বিশ্বাস করি না যে স্কেলটি বাঁকা। আমি বুঝতে পারি যে জলে স্কেলের প্রতিবিম্বটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে স্কেলটিকে বাঁকা লাগছে। তাহলে এক্ষেত্রে আমার প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু ও আমার বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ যে বিশ্বাসের থেকে ভিন্ন এ কথা মানতে হয়।

আবার আমরা অনেক সময়ে চোখ বন্ধ করলে অনুবিম্ব (after image) দেখতে পাই, যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে বন্ধ চোখের ভিতর প্রত্যক্ষ করার মতো কোনো বস্তু নেই।

তাছাড়া অনেকসময়েই প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা এমন কিছু অসম্ভব বা স্ববিরোধী ঘটনাকে প্রতিরূপিত হতে দেখি যা কখনোই আমাদের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। কারণ বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বা বাচনিক বৃত্তি যথার্থ প্রত্যয়গত (conceptual) ক্ষমতা না থাকলে গঠিত হতে পারে না। আর যারা মনে করেন সকল প্রত্যক্ষের বাচনিক বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, তারা মূলতঃ প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর (non conceptual content) কথা মাথায় রেখেই এই দাবী করেন। উপরের যুক্তিগুলিকে কতটা মানা যায় তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে কিন্তু এখান থেকে মানসিক অবস্থার বিষয়বস্তু নিয়ে ভিন্ন ধারার আলোচনা শুরু হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু ও প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নির্ধারণে 'ধারণা বা প্রত্যয়' এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ভূমিকা আবশ্যিক বলে বোঝা যাচ্ছে কারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রত্যয় না থাকলে তাতে বিশ্বাস কিভাবে স্থাপন করা যাবে তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যয়বাদীদের মতে কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে গেলে

যদি জগতে তার অবস্থান সম্পর্কে কোনো প্রত্যয় আমাদের না থাকে তাহলে তার প্রত্যক্ষ হবে কিভাবে? বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রত্যয় না থাকলে কী দেখছি বুঝবো কী করে? অর্থাৎ আমার জগত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্ভর করে থাকে আমার প্রত্যয়গত ক্ষমতার ওপর । যেমন ধরা যাক টেবিলে রাখা ধোঁয়া ওঠা কফির কাপের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমার অভিজ্ঞতায় জগত এইভাবে প্রতিরূপিত হচ্ছে। জগতের এইভাবে প্রতিরূপিত হওয়ার জন্য এবং এই ঘটনা নিয়ে চিন্তা করতে পারার ক্ষমতার জন্য আমাদের কিছু প্রত্যয়ের অধিকারী হতেই হয়। এক্ষেত্রে যেমন টেবিল, কাপ এবং ধোঁয়া ওঠা কফি বলতে কি বোঝায় তা আমায় জানতে হবে। এই প্রত্যক্ষটি জগত সম্পর্কে একটি তথ্য আমাকে জানায়। তাই প্রত্যক্ষটিকে সত্য হতে গেলে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ সত্যিই থাকতে হবে অর্থাৎ জগতের ঘটনা আমার প্রত্যক্ষে সঠিকভাবে প্রতিরূপিত হবে। আবার এমন হতেই পারে যে মনে হচ্ছে কাপটি থেকে ধোঁয়া উঠছে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে না। তাহলেও পরবর্তীকালে আমার প্রত্যক্ষটি যে ভ্রান্ত ছিল তা জানতে পারবো। তবে অনেক সময়েই আমরা বুঝতে পারি যে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হচ্ছে। যেমন— স্কেল ও জলের বালতির উদাহরণটি।

কিছু দার্শনিক প্রত্যক্ষ সম্পর্কে প্রত্যয়বাদীদের এই মতামত মেনে নিতে পারেন নি। তাদের মতে এমন অনেক প্রত্যক্ষ আমাদের হয় যে তার ফলে সৃষ্ট মানসিক অবস্থার বিষয়বস্তু আমাদের প্রত্যয়গত ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। এই ধরনের বিষয়বস্তুকে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু বলা হয়। অর্থাৎ এমন প্রত্যক্ষের কথা এখানে বলে হচ্ছে যেখানে যথাযথ প্রত্যয়ের অনুপস্থিতিতেই প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু গঠিত হচ্ছে। এমন অনেক প্রাণী, এমন কি মানুষও আছে যাদের স্বাভাবিক মানুষের মতো সুগঠিত প্রত্যয় উৎপন্ন বা অর্জন কোনটিই করা সম্ভব হয় না। যদি কোনো মানুষ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হন, অসুস্থ হন, অত্যন্ত বয়স্ক হন অথবা রোগাক্রান্ত হন যার ফলে ধীরে ধীরে বা সম্পূর্ণভাবেই তার প্রত্যয় গঠনের ক্ষমতা চলে গেছে—তাহলে কি এদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা হবে যে এদের প্রত্যক্ষ হয় না? Cussins (1990)[4] এর মতে, শিশুদের কথা যদি আমরা ভাবি যাদের সুগঠিত প্রত্যয় অর্জন বা উৎপন্ন করার ক্ষমতা এখনো জন্মায়নি, জগত সম্পর্কেতাদের প্রত্যয় জন্মায়নি, তারা আমাদের সঙ্গে সঠিকভাবে চিন্তার আদানপ্রদান করতে পারে না— এইসব ক্ষেত্রে আমরা যেমন এইসকল মানুষের আচরণ সবসময় সঠিকভাবে বুঝতে পারি না, তেমনি আমাদের প্রত্যয়গত ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে যাচাই করা চলে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রাণী ও এই ধরনের মানুষের আচরণে তাদের যে প্রত্যক্ষে হচ্ছে তার প্রমাণ আমরা পাই তবে প্রত্যয়গত ক্ষমতার বলেই প্রত্যক্ষ হয় এমন কথা বলে যায় না।

তাছাড়া স্বাভাবিক মানুষের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে যেখানে জগত সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ হলেও সেই প্রত্যক্ষ স্পষ্টরূপে বিষয়মুখী হয় না। যেমন সিঁড়ির রেলিং ধরে নেমে আসার সময়ে নিশ্চয়ই আমি চারিদিকে তাকিয়েছি এবং আমার প্রত্যক্ষ যে হয়েছে তা আমার আচরণে প্রমাণিত। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি তখন তার প্রতিটি ধাপ আমি ঠিকঠাক অতিক্রম করছি অথবা আমার পায়ের সামনে কোনো কিছু পড়ে থাকলে তাকে সঠিকভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসেছি অথবা সেটিকে হাতে করে সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে, যে রেলিংটি ধরে আমি নিচে নামলাম সেটি কোন বর্ণের ছিল, অথবা কোন বস্তুগুলিকে আমি নামার সময়ে পাশ কাটিয়ে নেমেছি বা হাতে করে সরিয়ে রেখেছি, আমি হয়তো তার সঠিক উত্তর দিতে পারব না।

Martin (1992)[5] এর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় যে হতে পারে রেলিংটি যে বর্ণের ছিল তার কোনো প্রত্যয়ই আমার ছিল না। কিন্তু রেলিং-এর বর্ণের প্রত্যক্ষ যে আমার হয়েছে তা আমি পরবর্তীকালে বুঝতে পারি, কারণ পরে ঐ বর্ণের প্রত্যয় যখন আমার হয় তখন অনেক সময়েই আমরা মনে করতে পারি যে, ঐ বর্ণটি আমি আগে কোথায় দেখেছি। সুতরাং প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট প্রত্যয় না থাকলেও প্রত্যক্ষ হতে কোনো বাধা থাকে না।

Evans (1982)[6] প্রশ্ন তুলেছিলেন যে আমরা যতরকম বর্ণের মধ্যে বাস্তবে পার্থক্য করতে পারি, সত্যিই কি ততরকম বর্ণের প্রত্যয় আমাদের থাকে। এমনকি একই বর্ণের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যেও আমরা অনেক সময়ে অনায়াসে পার্থক্য বুঝতে পারি। কিন্তু প্রতিটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রার প্রত্যয় আমাদের আছে — এখন দাবী আমরা করতে পারি না। আমাদের প্রত্যয়গত ক্ষমতার অতিরিক্ত বাস্তবে অনেক বেশী বর্ণ ও তাদের মাত্রাকে ভিন্ন বলে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। একটি বর্ণের দুটি ভিন্ন মাত্রার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে সেই বর্ণ সম্পর্কে আমার বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি আগে কোনোদিন সেই বর্ণটিকে বা তার কোনো একটি মাত্রাকে আমি প্রত্যক্ষ না করেও এই পার্থক্য করতে পারি। সুতরাং তাদের সম্পর্কে প্রত্যয় গঠনের কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও পার্থক্য করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং এক ধরনের প্রত্যক্ষ যে প্রত্যয়গত ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না তার কিছু যুক্তি রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে প্রত্যক্ষের দুইধরনের বিষয়বস্তু রয়েছে — প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু ও প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু।

Dretske (1969)[7] এখানে অন্যরকম আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। যে দুধরনের প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর কথা ভাবা যায়, তার মধ্যে প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু আমাদের জানান দিচ্ছে যে তাৎক্ষণিক জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে কিন্তু প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু যে প্রত্যক্ষে পাওয়া যায়, সেখানে জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে যে তা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না। Dretske-এর মতে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয়। প্রত্যক্ষ যেমন একই বর্ণের দুটি মাত্রার মধ্যে প্রভেদ বোঝাতে পারে, তেমনি পরবর্তী আচরণ কি হবে তা নির্ধারণ করে দেয়, আবার ঘটনা প্রত্যক্ষের ফলে জগত সম্পর্কে একটি যথাযথ প্রত্যয়ও গঠন করতে সাহায্য করে। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ ও প্রত্যয়ের সমন্বয়ে যে বিষয়বস্তু আমরা প্রাপ্ত হই সেটিই তো যথাযথ প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু হবে। যে বিষয়বস্তু প্রাপ্তিতে এই ধর্মগুলি উপস্থিত নেই তাকে যথাযথ বিষয়বস্তু কোনো অর্থে বলা যায় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে সঠিক অর্থে জ্ঞান অর্জন হয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। অর্থাৎ প্রত্যয়গত বিষয়বস্তুকে জ্ঞানদায়ক (epistemic) এবং প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুকে জ্ঞানদায়ক নয় (non-epistemic) বলার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তবে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাতে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু কিভাবে স্থান পাবে তা আমাদের একটু অন্যদিকে নিয়ে চলে যাবে। কারণ এই ধরনের প্রত্যক্ষের ফলে উৎপন্ন বিশ্বাস, তার সত্যতা ও তার যাথার্থতা নির্ধারণ করা যাবে কিনা তা জানা না গেলে প্রত্যক্ষরহিত বিষয়বস্তু জ্ঞানদায়ী কিনা তা বোঝা যাবে না। কিন্তু তার আগে এই ধরনের প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু আদৌ প্রমাণিত সত্য হবে কিনা তার আলোচনাতে এই প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছি।

প্রত্যক্ষরূপ মানসিক অবস্থার প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু হতে পারে কি না সে বিষয়ে মতকে তিনটি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়। কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন প্রত্যক্ষে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু বলে কিছু হয় না, যেমন— Mc Dowell । কোনো দার্শনিক বলছেন প্রত্যক্ষে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুই শুধুমাত্র উৎপন্ন হয়, যেমন - Stalnaker (1998) [৮] কেউ বলেন প্রত্যক্ষে বিভিন্ন স্তরের বিষয়বস্তু দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানে প্রত্যয়গত ও প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটে, যেমন - Evans এবং Peacocke [৯]। যেসকল দার্শনিক মনে করেন যে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব যেভাবে হোক রয়েছে তাদের মত নিয়ে এখানে আর আলোচনা করলাম না। বরঞ্চ যারা কোনোভাবেই এই প্রকারের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব মানতে চান না, যেমন-Mc Dowell, সেইমত বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করছি যে, যে আপত্তিগুলি এখানে উঠেছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত।

সনাতন ভিত্তিবাদীরা মনে করেন যে আমাদের কিছু বিশ্বাস মৌলিক, কিছু মৌলিক নয়। যে বিশ্বাসগুলি মৌলিক নয় তাদের ভিত্তি অন্যান্য বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যে বিশ্বাসগুলি মৌলিক তাদের যৌক্তিকতা নির্ভর করে থাকে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষের ওপর। এই প্রত্যক্ষের ফলে উৎপন্ন বিষয়বস্তুকে 'প্রদত্ত' বা 'Given' বলা হয়। Mc Dowell (1996)[১০] বলছেন যে প্রত্যক্ষকে যদি প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর স্রষ্টা বলা হয় তাহলে 'the myth of the given' কে মেনে নিতে হবে। যদি

প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুগুলি প্রদত্ত হয় তাহলে তারা প্রত্যয়রহিতই হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ বিষয়বস্তুর অনুধাবন মনকে আবার অর্জিত প্রত্যয়ের বশবর্তী হতে হয়। সুতরাং সকল প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুকে প্রত্যয়গত বিষয়বস্তু বলা যেতে পারে।

Mc Dowell-এর মতে যখন একই বর্ণের অজানা দুটি ভিন্ন মাত্রার দ্রষ্টব্যের মধ্যে আমরা পার্থক্য করছি তখন মুখে বলতে না পারলেও তাদের ভিন্ন বলে সনাক্ত করার ক্ষমতা যে আমার আছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সেই ক্ষমতা এত কম সময়ের জন্য উৎপন্ন হচ্ছে যে ঐ ক্ষমতা যে পার্থক্য বুঝতে পারার জন্য দায়ী, তা আমরা ধরতে পারি না। Mc Dowell - এর মতে একধরনের প্রত্যয়গত ক্ষমতা এখানে কাজ করছে। আসলে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করেন তখন প্রত্যক্ষকর্তা ঐ বস্তুটিকে কেমনভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তা নির্ভর করে থাকবে ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত প্রত্যয়ের উপর। যদি বলা হয় যথাযথ প্রত্যয় না থাকলেও প্রত্যক্ষ হতে পারে তাহলে প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষকর্তা তার বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করতে পারবেন না। তবে পরবর্তীকালে যদি তিনি ঐ ঘটনাটি মনে করে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন, তাহলে ঐ প্রত্যক্ষটি তখন কোনো না কোনোভাবে প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এই কাজ করতে সাহায্য করেছিল বলে মানতে হবে। তাই প্রত্যয় উৎপন্ন হওয়াটা একদিক থেকে পুনরায় সনাক্তকরণ (অনুমান ও এই রকম নানা) করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে থাকে। Crane (2001) [১১] এর মতে অবশ্য ভাষার ওপর দখল থাকার সঙ্গে ঐ ক্ষমতাগুলি প্রকাশের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। এমন কি প্রত্যয়গত ক্ষমতা থাকা না থাকাতেও এই ক্ষমতাগুলির কিছু আসে যায় না। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ হলেও এই ক্ষমতাগুলির প্রকাশ প্রত্যক্ষকর্তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন একই বর্ণের দুটি ভিন্ন মাত্রার দ্রষ্টব্যের মধ্যে পার্থক্য করার পরে আর হয়তো এইরকম পার্থক্য করার প্রয়োজন আমার নাও পড়তে পারে। আবার ঐ প্রত্যক্ষের পরে ঐ মাত্রাগুলি নিয়ে আর কোনোদিন আমি চিন্তা নাও করতে পারি। একমাত্র আবার যদি কখনো ঐরকম ঘটনার সামনে পড়ি তখন আমার আবার সব মনে পড়তে পারে। সুতরাং ঐ ক্ষমতাগুলি প্রত্যয়গত ক্ষমতা বা ভাষার দখলের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত তা বলা যায় না। তবে Crane-এর মতে ভাষা ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনো সিদ্ধান্তে না আসাই ভালো।

আসলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এতরকমের বস্তু, তাদের ধর্ম ও তাদের পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য অর্জন করি যে সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যয় থাকাটা আবশ্যিক - এ কথা ভাবা যায় না। যেমন- Martin (1992) এর মতে অনেক সময়েই কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে খুঁজতে গিয়ে সেই মুহূর্তে সেই বস্তুকে পাই না। কিন্তু পরে ঐ স্থানে কী কী দেখলাম মনে করতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, যে বস্তুটিকে খুঁজছিলাম তাকে ওখানেই দেখেছি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে প্রত্যক্ষ আমার হয়েছিল এবং সচেতন প্রত্যক্ষই হয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি তা অগ্রাহ্য করে গেছি। যদি প্রত্যক্ষের সীমানায় থাকা কোনো বস্তু ও তার ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যয় থাকলেই সেই বস্তু আমার প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হয়, এই ঘটনায় তার ব্যতিক্রম ঘটালো। প্রত্যক্ষকর্তা কোনো বস্তুকে অগ্রাহ্য করেও (without noticing) তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে, প্রত্যয়গত ক্ষমতা এই প্রত্যক্ষে কোনো কাজে আসছে না। তাহলে বস্তুর প্রত্যয় না থাকলেও আমার প্রত্যক্ষে বস্তু প্রতিরূপিত হতে পারে।

অনেক দার্শনিক এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাসই জগত প্রত্যক্ষ নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন - Thomas Kuhn (1970)[১২] বলেছেন যে একজন ব্যক্তি কী প্রত্যক্ষ করবে তা নির্ভর করে থাকবে— প্রথমতঃ কোন বস্তুকে সে প্রত্যক্ষ করছে তার ওপর,
দ্বিতীয়তঃ পূর্বে যে প্রত্যক্ষ তার হয়েছে, তা জনিত প্রত্যয়গুলির ওপর।

অর্থাৎ পূর্বে অর্জিত প্রত্যয়গুলির দ্বারা আমি যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছি তার দ্বারাই বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তাই একজন শিশু ও একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যখন একটি মহাকাশযান প্রত্যক্ষ করেন তখন সেই শিশুটির যথার্থ বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ হতে পারে না, কিন্তু যথার্থ প্রত্যয় সম্পন্ন ব্যক্তিটির যথার্থ বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ হতে পারে। প্রত্যয়গত ও প্রত্যয়রহিত অবস্থায় কোনো

একই বস্তুর প্রত্যক্ষ হলে তা কখনোই একইরকম মানসিক বিষয়বস্তু উৎপন্ন করতে পারে না।

এই আপত্তিকর উত্তরে বলা যায় যে, ঐ শিশুটিই যখন বড় হয়ে মহাকাশযানের প্রত্যয় লাভ করবে, তখন সে মনে করতে পারবে যে সে কোথায় মহাকাশযান দেখেছে। তাহলে প্রথমে সে যখন মহাকাশযান দেখেছিল তখন বস্তুটি তার প্রত্যক্ষে যেভাবে প্রতিরূপিত হয়েছিল এবং একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রত্যক্ষে যেভাবে প্রতিরূপিত হয়েছিল তারমধ্যে খুব একটা ফারাক ছিল না। সঠিক প্রত্যয় থাকার আগেও সঠিক প্রত্যয় অর্জন করার পরের অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য বস্তুতপক্ষে নেই, তাই সে পরে আবার ঐ ঘটনার স্মরণ ও বস্তুকে সনাক্ত করতে পারলো। তাহলে প্রত্যয়গত ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক জগত মোটামুটি একইরকমভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।[১৩] শুধু প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর গুণগত মাত্রার ও মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ও শিশুদের প্রত্যক্ষের ক্ষমতা একইরকম হয়। হতে পারে যে, আমাদের প্রত্যক্ষগত অনেক ক্ষমতাই তাদের থেকে বেশী, কিন্তু যে সীমানা পর্যন্ত তাদের আর আমাদের ক্ষমতা একই সঙ্গে অবস্থান করে, সেখানে আমাদের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারি। কারণ যথার্থ প্রত্যয় না থাকলে প্রত্যক্ষ হবে না এমন কথা আর বলা যাচ্ছে না।[১৪]

যারা প্রত্যক্ষে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুকে পাওয়া যায় বলে দাবী করে থাকেন তাদের মধ্যে অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো বিষয়কে প্রত্যক্ষ করি তখন প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু কখনো উৎপন্ন হয় কি? নাকি শুধুমাত্র অচেতনেই এই ধরনের বিষয়বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হয়। Stalnaker- মনে করেন সচেতন প্রত্যক্ষেও প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু পেতে পারি কিন্তু Evans- মনে করেন একমাত্র অচেতনেই প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু আমরা প্রাপ্ত হই। সচেতন অবস্থায় প্রত্যক্ষকর্তা তার প্রত্যয়গত ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করেন।

শুধু এই মতভেদই নয়, প্রত্যক্ষে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু আছে বলে যারা মানেন তারা কোন অর্থে এই বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব মানেন তা যদি বিশ্লেষণ করি তবে আরো কিছু ভিন্ন মত খুঁজে পাব। Speaks (2009) [১৫] বলেছেন যে যদিও প্রত্যক্ষের প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু দুটি অর্থে উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু কোনো অর্থেই তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এক অর্থে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যক্ষরূপ মানসিক অবস্থা তখনি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর (absolutely nonconceptual content) অধিকারী হবে যদি বিশ্বাস, চিন্তন ইত্যাদি বাচনিক বৃত্তি থেকে তার বিষয়বস্তু ভিন্ন হয়। আবার যদি প্রত্যক্ষজনিত মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার সময়ে প্রত্যক্ষকর্তা বিষয়বস্তুকে বুঝতে না পারে তাহলে উৎপন্ন প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুকে আপেক্ষিক প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু (relatively nonconceptual content) বলা হবে। Peacocke - ও মনে করেন যে কোন অর্থে এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করা উচিত তা নির্ধারণ করতে না পারার সমস্যাটি প্রত্যয়রহিত মতবাদীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন অর্থে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুকে বুঝতে হবে অথবা একাধিক অর্থকে এক জায়গায় আনতে হবে কিনা— সে বিষয়ে একমত হওয়া দরকার।

আর একটি অসুবিধার কথা বা মতভেদের কথা Heck (2000)[১৬] আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন যে বিভিন্ন দার্শনিক মত বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যক্ষে দুইধরনের প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর কথা বলা যায়। প্রত্যক্ষের ফলে যদি প্রত্যক্ষকর্তার এমন মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয় যা প্রত্যয়রহিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষকর্তা ঐ মানসিক অবস্থার বিষয়বস্তু বোঝার মতো প্রত্যয়ের অধিকারী না হয়েও বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে সেই মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যয়রহিত মানসিক অবস্থা (state-nonconceptual) বলা যেতে পারে। আবার যদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ প্রত্যয় না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তু উৎপন্ন হয় তবে সেই প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুকে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু (content-nonceptual) বলা হয়ে থাকে। সুতরাং কে কোন অর্থে প্রত্যয়রহিত অবস্থাকে মানছেন সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার।

এছাড়া উপরের আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল যে প্রত্যক্ষরূপ মানসিক অবস্থায় বিষয়মুখী ধর্ম আছে বলে যারা স্বীকার করেন তারা প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু হতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং শুধুমাত্র প্রত্যয়গত বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই তারা আগ্রহী। তাদের বক্তব্যের সব থেকে বড় জোর এই দাবীতে যে, যদিও বা প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু স্বীকার করতেই হয়, তাহলেও দেখা যাবে যে যেকোনো রকম প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুই প্রত্যয়গত বিষয়বস্তুর ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল।

একদিকে যেমন প্রত্যয়বাদীদের এই যুক্তিগুলিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে, তেমনি প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুবাদীদের বক্তব্যকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মনোদর্শনে প্রত্যক্ষের আলোচনাতে এবং জ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর ভাবনা বেশ কিছু নতুন তথ্য যোগ করেছে।প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তুর সমর্থনের ফলে মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং নিতান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষজনিত কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য ও তাদের আচরণের কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি। এই প্রসঙ্গে ভাষা ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে যা আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলিকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে, আবার শোধনও করেছে। প্রত্যক্ষের প্রত্যয়রহিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত না হলেও প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত আলোচনাতে যে এ এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যসূত্র ও টীকা

কিছু বাংলা পরিভাষার জন্য মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র, অমিতা চ্যাটার্জী ও প্রয়াস সরকার সম্পাদিত 'মনোদর্শন: শরীরবাদ ও তার বিকল্প যাদবপুর দর্শন গ্রন্থমালা : তৃতীয় সিরিজ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে অসীমা প্রকাশনী, ২০০৩-গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি।

1. 'O' Brien, Daniel; "The Epistemology of Perception"; *Encyclopedia of Philosophy,* URL= www.iep.utm.edu/epis-per/.(Internet).
2. Siegel, Susanna; "The Contents of Perception"; *Standford Encyclopedia of Philosophy,*URL=plato stanford.edu/entries/perception-contents/;2010
3. Rosenthal, David M; "A Theory of Consciousness", in N.J. Block, Owen J. Flanagan, Guven Guzeldere (Eds.); *The Nature of Consciousness:Philosophical Debates,* A Broadford Book, MIT Press,1997.
4. Cussins, A.; "The Connectionist Construction of Concepts"; In M. Boden(Ed.), "*The Philosophy of Artificial Intelligence,* Oxford: Oxford University Press, 1990.
5. Martin, M.GE; "Perception, Concepts and Memory"; *Philosophical Review,* 1992, pp. 745-763.
6. Evans, Garath, '*The Varieties of Reference*', Oxford University Press, Oxford.1982
7. Dretske, Fred I., '*Seeing and Knowing*', Routledge and Kegan Paul, London, 1969
8. Stalnaker, Robert, 'What might nonconceptual content be'? In E. Villanueva (Ed.), *Concepts: Philosophical Issues,* Volume 9, 1998, 339-352.
9. Peacocke, C., *A Study of Concepts*', Cambridge, MA, MIT Press., 1992.
10. Mc. Dowell, J.H.; *Mind and World;* Harvard University Press, 1996

11. Crane, Tim; *The Elements of Mind : An Introduction to the Philosophy of Mind;* Oxford University Press; 2001
12. Kuhn, Thomas S; "The Structure of Scientific Revelutions", *International Encyclopedia of United Science,* Second Edition, Foundations of the Unity of Science, Volume II, Number 2, 1970
13. Crane, Tim, *The Contents of Experience : Essays on Perception ;* Cambridge University Press; 1992
14. Bermudez, Jose and Cahen, Arnon; "Nonconceptual Mental Content", *Stanford Encyclopedia of Philosophy;* URL = plato.Stanford.edu/entires/content-nonconceptual, 2015
15. Speaks, Jeff. "Is there a problem about nonconceptual content?" *Philosophical Review,* 114; 2005, pp. 359-398.
16. Heck, Richard, Nonconceptual Content and the "Space of Reasons"; *Philosophical Review,* 109; 2000, pp. 483-523.